Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-II, October 2019, Page No. 44-50
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

আধুনিক সমাজে মূল্যবোধের ভূমিকা

সরিৎ কুমার পাল
অতিথি অধ্যাপক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, রামপুরহাট মহাবিদ্যালয়

Abstract

Social values are part and parcel of the cultural life of any society. The ultimate meaning and legal significance of social norms and practices is expressed through social values. Today's society has become worthless. Instability has overpowered the minds of people. In this era of neoliberal globalization and digital onslaught; we are hankering after opulence and luxury to the detriment of social and cultural wellbeing. An inordinate unrest is causing the characteristic underestimation of human character. Adapting to a changing society, he is engaging in exceptional behavior at different times. As a result of this, there has been a public characteristic devaluation. True values are not aroused in humans. The education that should be sought for values is not in the traditional education system. Modern society seems to have survived those dreadful days by educating children from childhood and turning them into ideal people with the right idea of values Education brings to an ideal life and ideal life brings values. Social values generally evolve through the social environment. Machine –based modern society will be useful only if it is able to protect itself from the crisis of values by combining it with science and technology.

Keywords: Social, Values, Devaluation, Education, Globalization.

সৃষ্টির ঊষাকাল থেকে ক্রমঅগ্রসরমান সভ্যতা। সমাজ পরিবর্তনশীল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ সভ্যতাকে তিল তিল করে উন্নতি করেছে। দূরকে করেছে নিকট, অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে যথেচ্ছ। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র, আকাশ পথকে লঙ্ঘন করে তার স্বাভাবিকতাকে নষ্ট করেছে। অতিরিক্ত স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজতে গিয়ে মানুষের মনোজগতে এসেছে অস্থিরতা। আর সেই অস্থিরতাই মানুষের চরিত্রের চারিত্রিক অবমূল্যায়ণ ঘটাচ্ছে। পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে অভিযোজন ঘটাতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে মনোধর্মের ব্যতিক্রমী আচরণে লিপ্ত হচ্ছে। তার ফলে দেখা দিয়েছে সর্বজনীন চারিত্রিক অবমূল্যায়ণ। যথার্থ মূল্যবোধ মানুষের মধ্যে জাগ্রত হচ্ছে না। মূল্যবোধের জন্য যে শিক্ষা পাওয়া উচিত সেই শিক্ষা গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে নেই। যার ফলে আধুনিক সমাজে পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি, মনোমালিন্য, জটিলতা তৈরি হচ্ছে। শ্রদ্ধা-ভক্তি, ভালোবাসা, স্নেহ শুধু একটি করে শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজে প্রতিনিয়ত ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি বেড়েই চলেছে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ যেমন— চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাপি, জাল-জুয়োচ্চুরি। সমাজে ঠক-দালাল, শয়তানদের প্রভাব বেড়েই চলেছে। নির্মমতা, নিষ্ঠুরতার মধ্যে পাপবোধটাই হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে আধুনিক সমাজ এক অন্ধকারময় যুগের দিকে যেতে চলেছে কিনা তা ভবিষ্যতই বলতে পারে। সমাজকে রক্ষা করার দায়িত্ব সকলের।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। মানুষের মধ্যে ঠিক-বেঠিক, উচিত-অনুচিত, বৈধ-অবৈধ, সত্য-অসত্য প্রভৃতি বিষয়গুলিকে জাগ্রত করতে হবে। সুশিক্ষার মধ্য দিয়ে চারিত্রিক উন্নতি ঘটিয়ে মূল্যবোধের জাগরণ ঘটাতে হবে।

আধুনিক সমাজ বর্তমান সময়ে এক চরম সংকটের সম্মুখীন, সেটি হচ্ছে মূল্যবোধের সংকট। আমরা প্রতিনিয়ত শুনতে থাকি বর্তমান প্রজন্মের মূল্যবোধের কোন ধারণা নেই, মূল্যবোধকে তারা সম্মান করে না। কিন্তু মূল্যবোধের অর্জন থেকেই শিক্ষাদীক্ষার ফলশ্রুতি পরিমাপ করা যায়। তাই প্রথমেই মূল্যবোধ সম্পর্কে একটা ধারণার দরকার।

সমাজজীবনই মূল্যবোধের স্রষ্টা, কারণ সমাজ পরিবেশে সামাজিক আচরণের রীতি-বিধিই 'মূল্য'। সমাজ নিয়ন্ত্রিত বলেই সমাজ বহির্ভূত কোন মূল্যবোধের প্রশ্ন হতে পারে না। 'বাঞ্চনীয়', তাই 'মূল্য'। মানুষের পক্ষে ভালত্ব, ন্যায়, সৌন্দর্য, সত্য এবং সমাজের সন্তুষ্টির মধ্যেই মূল্যবোধের জন্ম। সুতরাং যৌথ জীবনে তথা সমাজের মধ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচরণের আকাঙ্ক্ষিত মানই সামাজিক মূল্য। অর্থাৎ সামাজিক তথা যৌথ জীবনেই মূল্যবোধের উদ্ভব সম্ভব। ইতিহাস, সাহিত্য, দার্শনিক তত্ত্ব, ধর্মচেতনা, অর্থব্যবস্থা, সমাজবিজ্ঞান, সামাজিক মনোবিজ্ঞানের মধ্য থেকে মূল্যবোধের বিবর্তন সম্বন্ধে আমরা তথ্য পাই। প্রত্যক্ষভাবে উপজাতি গোষ্ঠীর প্রথা, রীতি-নীতি, ঐতিহ্য, চলতি রীতি, নিষেধাত্মক বিধি প্রভৃতি থেকেও আমরা মূল্যবোধ সম্পর্কে জানতে পারি।

আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীকে পূণ্যবতী নারীত্বের আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। রাম ও লক্ষণকে ভ্রাতৃপ্রেমের আদর্শ হিসাবে স্থাপন করা হয়েছে। রাজা হরিশচন্দ্র আমাদের ত্যাগব্রতী, দানবীর রাজার আদর্শ। সম্রাট অশোক প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন সর্বসাধারণের আদর্শস্থানীয় প্রজাসেবক রাজারূপে। আমাদের সমাজ চেয়েছে এইসব আদর্শকে শত শত বছর ধরে বংশপরম্পরায় অপরিবর্তনীয় করে রাখতে আজও আমরা শিশুদের বলে থাকি— "সদা সত্য কথা বলিবে", "চুরি করা মহাপাপ"। দয়া, ক্ষমা, মানবতা প্রভৃতির মত ভাববাচক বিশেষ্য হল সামাজিক মূল্যবোধের প্রতীক।

যে কোন সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল সামাজিক মূল্যবোধ। নির্দিষ্ট একটি সমাজে সামাজিক কার্যপ্রক্রিয়া কীভাবে সক্রিয় হয়, তা অনুধাবন করা যায় সামাজিক মূল্যবোধ, নিয়ম-নীতি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে। এগুলি হল সামাজিক মিথক্রিয়ার প্রচলিত ধারায় বিভিন্ন উৎস। দৈনন্দিন জীবনে মূল্যায়ণ, জীবনধারার বিবিধ বিষয়ের গুরুত্বমূলক ক্রম নির্ধারণ, বিকল্প কার্যধারাসমূহের মধ্যে পছন্দ, সুখ-দুঃখের পরিমাপ প্রভৃতির ক্ষেত্রে মূল্যবোধ মানদণ্ড হিসাবে কাজ করে। সামাজিক মূল্যবোধ আচার-আচরণের পথনির্দেশিকা হিসাবে কাজ করে। এইক্ষেত্রে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়ে যায় এবং সামাজিক শৃঙ্খলা স্থায়িত্ব লাভ করে। সমাজতত্ত্বে মূল্যবোধ সামাজিক কাঠামোর গঠনকারী উপাদান বা অংশসমূহের প্রতিনিধিত্ব করে।

মূল্যবোধসমূহ সমাজের সদস্যদের সামনে বাঞ্ছিত লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেয়। তার ফলে সমাজস্থ ব্যাক্তিবর্গ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সঠিক পথে এগোতে পারে। এবিষয়ে সমাজের মানুষকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভূগতে হয় না। সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়ম কানুনের একাধিক ধারা বা গুচ্ছ থাকে। নিয়মকানুনের এই সমস্থ ধারা বা গুচ্ছের মধ্যে পার্থক্য বা বিরোধিতা থাকে। ব্যক্তিবর্গ তাদের সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একই রকমের লক্ষ্যে বা উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে সতত সক্রিয় থাকে। স্বভাবতই ব্যক্তিবর্গ তাদের লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নিয়মকানুনের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করে। এক্ষেত্রে মূল্যবোধ সদর্থক ও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, গণতান্ত্রিক আদর্শের অনুগামী ভারতীয়রা সাম্য নীতির মূল্যবোধের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। একারণেই নারী-পুরুষের মধ্যে এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম কানুন কে অল্প বিস্তর পরিশীলিত ও পরিমার্জিত করতে হয়। নতুন ধরণের কোন ক্রিয়া কর্মের ক্ষেত্রে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ প্রাধান্যমূলক মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ধরণের নিয়ম কানুন গড়ে তোলে।

মূল্যবোধের অর্থ: আধুনিক সমাজতত্ত্বে সামাজিক মূল্যবোধ বা মূল্যমানের আলোচনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই মূল্যবোধই হল গোষ্ঠীজীবনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। গোষ্ঠীর জীবনধারার মান হল এই মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধের মাধ্যমে অভিব্যক্তি লাভ করে সুসংগঠিত সমাজজীবনের স্বার্থে অভিপ্রেত বিভিন্ন বিষয়। গোষ্ঠীর সদস্যদের আচার-ব্যবহার এই মূল্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক আলোচনায় সামাজিক মূল্যবোধ এই ধারণার মাধ্যমে সাধারণত সাংস্কৃতিক আদর্শের কথা বলা হয়। বিদ্যাভূষণ ও সচদেব এ প্রসঙ্গে বলেছেন: "Social values are culture standards that indicate the general goods deemed desirable for organized social life. They are the abstract sentiments or ideals." এই সমস্ত সাংস্কৃতিক আদর্শের দ্বারা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মনোভাব, প্রয়োজন ও বাঞ্ছিত বস্তুর যৌক্তিক, নান্দনিক ও নীতিগত প্রাসঙ্গিকতা যাচাই করা যায়। সংশ্লিষ্ট আদর্শের অংশীদাররা তাদের মনোভাব, প্রয়োজন ও অভিপ্রায় যাচাই ও তুলনা করার ক্ষেত্রে সেই আদর্শকেই মাপকাঠি হিসাবে বিচার-বিবেচনা করে থাকে।

ক্লাকহোয়ন-এর অভিমতও উল্লেখ করা আবশ্যক। Universal Categories of Culture শীর্ষক গ্রন্থে তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই সমাজবিজ্ঞানীর অভিমত অনুসারে সামাজিক মূল্যবোধ হল কোন গোষ্ঠী বা ব্যক্তির বাঞ্ছিত বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান বা ধারণা যার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী বা ব্যক্তি আচার-ব্যবহারের বহুবিধ পন্থা-পদ্ধতি, রীতি-নীতি ও অভিপ্রেত বস্তুর ভিতর থেকে গ্রহণযোগ্য পন্থা-পদ্ধতি, রীতি-নীতি ও লক্ষ্যবস্তু বাছাই করে। সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কিত এই ব্যাখ্যায় বৃহত্তর মৌলিক আদর্শের সঙ্গে মূল্যবোধকে অভিন্ন প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

সমাজবিজ্ঞানী পিটার ওরসলে Introduction Sociology তাঁর শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন, "Values are general conceptions of the good" , ideas about the kind of ends that people should pursue throughout their lives and throughout the many different activities in which they engage."

আধুনিক ধারণা অনুযায়ী মূল্যবোধ হল একক এক কেন্দ্রীভূত জৈবমানসিকপ্রবণতার সমন্বয় যা পরিবেশের বহু ব্যাপক অংশকে ব্যক্তির কাছে সক্রিয়তার দিক থেকে সমগুণসম্পন্ন করে তোলে এবং তাদের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির মধ্যে উপযুক্ত আচরণ সৃষ্টি করে। বিশিষ্ট মনোবিধ আলপোর্ট বলেছেন, "Values are centralized system psycho-physical -disposition capable of making a larger portion of environment functionally equivalent to the individual and generalizing in him appropriate type of adaptive and expressive behaviours."

মূল্যবোধের উল্লিখিত সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করলে, তার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। মূল্যবোধের এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করলে, শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করা সহজ হবে। মূল্যবোধের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

১। মূল্যবোধের নির্দিষ্ট কোনো একক বস্তুগত অথবা ধারণাগত মাধ্যম নেই। বিভিন্ন বস্তু বা বিভিন্ন অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির মধ্যে একটি একক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়।

২। মনোবৈজ্ঞানিক দিক থেকে মূল্যবোধকে ব্যক্তির সাধারণধর্মী আচরণগত প্রস্তুতি হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

৩। মূল্যবোধ ব্যক্তির আচরণের মধ্যে সামঞ্জস্যতা আনে।

৪। মূল্যবোধের সংজ্ঞায় তাকে এক প্রকারের কেন্দ্রীভূত সমন্বয়ী প্রবণতা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মনোবিদগণ বলেছেন, এই সমন্বয় বিভিন্ন পর্যায়ে সংঘটিত হয়। সমন্বয়ের চরম অথবা সর্বশেষ স্তরে পৌঁছানোর জন্য ব্যক্তিকে তার জীবনের দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হয়।

৫। মূল্যবোধের বিকাশ নির্ভর করে, ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতার উপর। অভিজ্ঞতার দিক থেকে প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে, তেমনি ব্যক্তির মূল্যবোধের মধ্যেও স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

৬। যেহেতু সামাজিক পরিবেশ, ব্যক্তির জীবন পরিবেশের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, সেহেতু মূল্যবোধের বিকাশ অনেকাংশে তার সামাজিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি যে সমাজপরিবেশের মধ্যে বসবাস করে, তার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তির মানসিক সংগঠনকে প্রভাবিত করে। তাই সমাজপরিবেশ তার মূল্যবোধের প্রকৃতি নির্ধারণ করে থাকে।

৭। মূল্যবোধ ব্যক্তির আগ্রহ, মনোভাব ও আচরণকে প্রভাবিত করে। যে বিষয়কে আমরা যে রকম মূল্য দিই সে বিষয়ে আমাদের আগ্রহের মাত্রা সেরকম হয়। তার প্রতি আমাদের মনোভঙ্গিটিও সেইরকম তীব্র হয়ে থাকে এবং তার ফলে আমাদের আচরণ ও সেরূপ হয়।

৮। জাতীয় মূল্যবোধগুলি জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মূল শক্তি। এই মূল্যবোধগুলি জাতিকে সংহত করে এবং স্বাতন্ত্র্য দান করে থাকে। নৈতিক মূল্যবোধগুলি সামাজিক জীবনকে সুদৃঢ় করে। ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, লঘু-গুরু ইত্যাদি মূল্যবোধগুলি না থাকলে সমাজজীবন বিপন্ন হয়।

৯। সমাজের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী সমূহের যে- বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় তা থেকেই যেমন জন্ম নেয় দায়িত্বশীলতা তেমনই সামাজিক দায়িত্বশীলতা থেকে জন্ম নেয় নানা রকমের মূল্যবোধ।

মূল্যবোধের শ্রেণি বিভাগ: অনেকে মূল্যবোধকে ব্যক্তিগত বা অভ্যন্তরীণ এবং নৈর্ব্যাক্তিক বা বাহ্যিক এই দুইভাগে ভাগ করেছেন। ব্যক্তির নৈতিক বা মানসিক চাহিদা পূরণের জন্য যখন মূল্যবোধ আরোপ করা হয় তাকে বলে বাহ্যিক বা নৈর্ব্যাক্তিক মূল্যবোধ। এর নিজস্ব বা অভ্যন্তরীণ কোনো মূল্য নেই। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণ তাঁদের চাহিদা, প্রকৃতি এবং আবেগ নিবৃত্ত হওয়ার কারণে যখন গুরুত্ব বা মূল্য বিচার করেন সেই মূল্যবোধকে এই শ্রেণিভুক্ত করা হয়। অনেকে মূল্যবোধকে যান্ত্রিক ও অন্তর্নিহিত এই দু-ভাগে ভাগ করেছেন। ব্যক্তির পক্ষে কল্যাণকর বা ভালো এই বিচারের ভিত্তিতে যখন মূল্যবোধ স্থির করা হয় তখন তাকে বলা হয় যান্ত্রিক মূল্যবোধ। অর্থাৎ যান্ত্রিক মূল্যবোধ হল ফলের ভিত্তিতে মূল্যবোধ বিচারকরণ।

মূল্যবোধকে আবার তার বিষয়ের প্রেক্ষিতে শ্রেণিবিভাগ করা হয়। এই ধরণের শ্রেণি বিভাগ শিক্ষার মধ্য দিয়ে মূল্যবোধ বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মূল্যবোধের এই শ্রেণিবিভাগ হল—

মূল্যবোধের প্রকার ভেদ

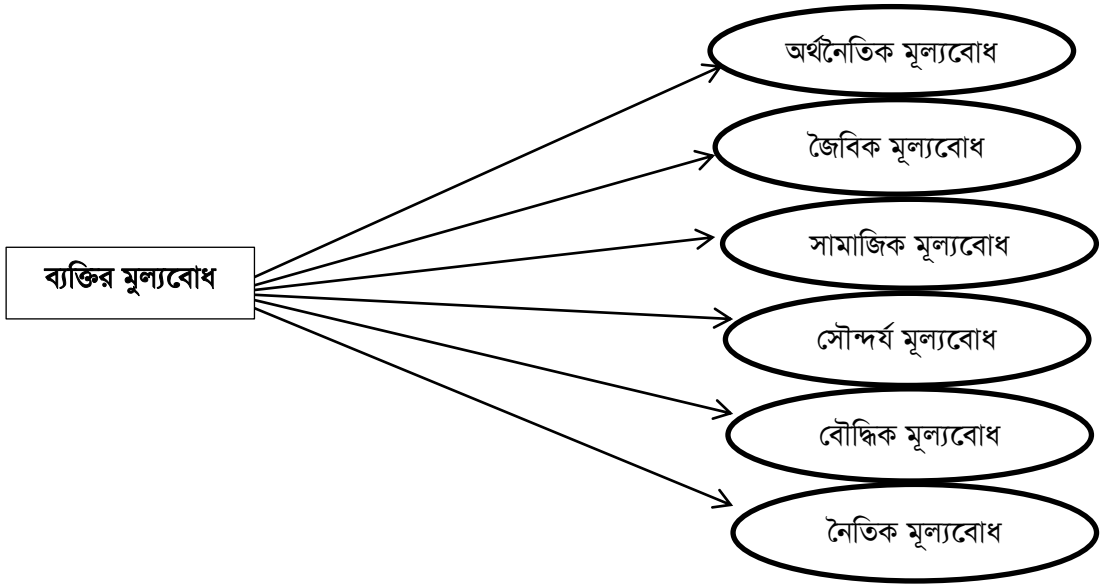

মূল্যবোধ এক প্রকারের সমন্বয়িত জৈবমানসিকপ্রবণতা যাকে তাৎক্ষণিক ভাবে উপলব্ধি করা যায় না। তাকে উপলব্ধি করতে হলে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে দীর্ঘকাল পর্যবেক্ষণ করে, তার মূল্যবোধের প্রকৃতি সম্পর্কে তাৎক্ষণিক ধারণা পাওয়া যায়। শিক্ষা যেহেতু পরিকল্পিত প্রচেষ্টা সেহেতু তার দ্বারা মূল্যবোধের বিকাশ ঘটেছে কি না উপলব্ধি করার জন্য বিশেষভাবে মূল্যবোধের এই প্রকাশমান দিকটির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। আধুনিক শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সহায়তা করে তাকে আদর্শ জীবনের অধিকারী হিসাবে গড়ে তোলা। বিভিন্ন দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ যাঁরা শিক্ষার লক্ষ্য কী হওয়া উচিত এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা এই মূল কথাটিই ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেছেন, শিক্ষার চরম লক্ষ্য 'আদর্শ জীবন' সৃষ্টি হলেও, সেই আদর্শজীবন, সম্পূর্ণভাবে বস্তুনির্ভর নয় বা তা আধ্যাত্মিক কোনো উপলব্ধি নয়। আদর্শ জীবন সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। অর্থাৎ জীবনাদর্শ সম্পূর্ণভাবে জীবনকেন্দ্রিক। এই জীবনাদর্শ ব্যক্তির অন্তর্নিহিত জৈবমানসিকতাগুলির মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে তার মধ্যে মূল্যবোধ জাগ্রত করে। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে- শিক্ষার লক্ষ্য হল আদর্শজীবন রচনা করা আর আদর্শজীবন তাকে বলা হবে যে জীবনে একটি সমন্বয়িত জীবনাদর্শ গড়ে উঠেছে; আর এই জীবনাদর্শই, মূল্যবোধের সঞ্চারক। এইভাবে বিচার করলে বলতে হয়, শিক্ষার চরম লক্ষ্য মূল্যবোধ সৃষ্টির মধ্য দিয়েই চরিতার্থ হয়।

যে মূল্যবোধগুলি মানুষের জীবনের পক্ষে একান্তভাবে প্রয়োজন সেগুলিকেই, শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিকাশের চেষ্টা করতে হবে। আর তা সম্ভব শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা সরবরাহ করে। শিক্ষান্তে, শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠভাবে জীবনযাপন করতে হলে তাদের ব্যক্তিদের আর্থিক দিকগুলি পরিচালন সংক্রান্ত জ্ঞান থাকা উচিত। উপযুক্ত অর্থনৈতিক চেতনা ছাড়া ব্যক্তির পক্ষে তার দৈনন্দিন জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অর্থনৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

অর্থনৈতিক মূল্যবোধের মতো জৈবিক মূল্যবোধ শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগ্রত করা যায়। জৈবিক মূল্যবোধের বিকাশ প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তিজীবনের উন্নতিতে সহায়তা করে। শিক্ষার মাধ্যমে এই মূল্যবোধগুলি বিকাশ করতে হলে প্রথমত, শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান সরবরাহ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থীরা যাতে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ও বিনোদনমূলক কার্যাবলির গুরুত্ব ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করতে পারে, সে বিষয়ে তাদের সচেতন করে তুলতে হবে।

সর্বজনীন সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার জন্য পরিকল্পিত শিক্ষার প্রয়োজন। সর্বজনীন এই সামাজিক মূল্যবোধের মূল ভিত্তি হল- ব্যক্তির নিজস্ব প্রত্যাশা এবং ব্যক্তির দিক থেকে অন্যের প্রত্যাশার সার্থক সমন্বয়। এই সমন্বয়নের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর মধ্যে এই সমন্বয়ধর্মী সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা সম্ভব।

প্রথাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশের উপর। ব্যক্তির চারিত্রিক বিকাশ অনেকাংশে নির্ভর করে তাকে বৌদ্ধিক মূল্যবোধের উপর। অর্থাৎ ব্যক্তিজীবনের মূল্যবোধ বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বৌদ্ধিক মূল্যবোধের বিকাশ স্বাভাবিক মনে হতে পারে, বৌদ্ধিক মূল্যবোধ শিক্ষাক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত হয়।

নৈতিক মূল্যবোধও ব্যক্তিজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ব্যক্তির নৈতিক ক্রিয়া সাধারণভাবে, কতকগুলি সামাজিক আদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই অনেক চিন্তাবিদ বিশেষভাবে সমাজবিজ্ঞানিগণ নৈতিক আচরণকে সামাজিক আচরণের মূল্যায়িত রূপ হিসাবে বিবেচনা করে থাকেন।

ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ মানুষের জীবনে হ্রাস পেলেও, আধুনিক মানুষ তার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত একথা বলা যায় না। ব্যক্তিজীবনের আদর্শরূপে ফুটিয়ে তুলতে হলে এই সর্বজনীন আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ তার মধ্যে জাগ্রত করতে হবে। আধুনিক অর্থে ধর্মীয় মূল্যবোধ বলতে এই আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকেই বোঝায়।

এই ধরণের মূল্যবোধ জাগ্রত করাই হবে শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য। কারণ, এই আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ মানুষকে সত্যনিষ্ঠ করে তুলবে।

সৌন্দর্যের উপলব্ধির মূলে আছে এক ধরনের মানসিক সংগঠন। এই মানসিক সংগঠনকে তাঁরা বলেন কান্তরস। সাধারণভাবে একেই সৌন্দর্য সম্ভোগের মূল্যবোধ বলা যেতে পারে। এই ধরণের মূল্যবোধ মানুষের মনকে কলুষতা মুক্ত করে। তাই সৌন্দর্য সম্ভোগের মূল্যবোধকে চারিত্রিক উপাদান বিবেচনা করা হয়।

মূল্যবোধ কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তি থেকে বর্ষিত হয় না। মনুষ্য সমাজেই তার জন্ম লালন এবং মৃত্যু। শৈশব থেকেই আমরা অনেক মূল্যবোধ অচেতন ভাবে গ্রহণ করি এবং অভ্যস্ত হয় অনেক মূল্যবোধই বয়স্করা পরিকল্পিতভাবে আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। সমাজ জীবনে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালভাবে মূল্যবোধ বিবর্তিত হয়। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভিন্ন মূল্যবোধ থাকতে পারে অনেক সময় পুরাণো মূল্যবোধের পতনের মধ্য দিয়ে নতুন মূল্যবোধের ধারণা তৈরি হয়। মূল্যবোধ ছাড়া সমাজে অস্তিত্ব অসম্ভব। পুরাণো মূল্যবোধ ও নতুন মূল্যবোধের দ্বন্দ্বে সমাজে সাময়িকভাবে সংকট আসে আবার বিশ্বযুদ্ধ দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আমাদের মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায়। ফলে সমাজে বিশ্বাস ঘাতকতা, বিচ্ছেদ, বিকৃত যৌনজীবন, ঘুষ নেশা প্রভৃতি অসামাজিক কার্যকলাপ বেড়ে চলে। নিষিদ্ধ চলচিত্র, অশ্লীলতা ধর্ষণের মতো সাংঘাতিক অপরাধ প্রতিনিয়ত ঘটেই চলেছে। ধর্মীয় কুসংস্কার সামাজিক অগ্রগতিকে প্রতিনিয়ত বাঁধা দিচ্ছে।

বর্তমান মূল্যবোধের সংকট দূর করতে হলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে যুগপোযুগী মূল্যবোধ গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোকে পরিত্যাগ করে গণতান্ত্রিক কাঠামোকে শৈশব থেকে থেকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রচলিত রীতিনীতিগুলিকে বিচার বুদ্ধির দ্বারা যুক্তি তর্ক বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে গ্রহণ-বর্জন করিতে হবে। উদারনৈতিক শিক্ষার প্রচলন ঘটাতে হবে। সমন্বয়ী মূল্যবোধের মধ্য দিয়ে সমস্ত কৃষ্টির মানুষকে একত্রিত করতে হবে। যা সৃজনমূলক শিক্ষার মাধ্যমে সম্ভব। ভারতীয় কৃষ্টির প্রতিচ্ছবি শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরতে হবে। ধর্মীয় গোড়ামি দূর করতে হবে। পৃথিবীর সব ধর্মের মূল সূত্র এক একথা সকলকে বোঝাতে হবে। ব্যক্তির ব্যক্তি জীবনে যুগপযোগী প্রথাগত প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন নৈতিক মানের যে ভিত্তি তৈরি হয় তা পরবর্তীকালে সমাজজীবনে সঞ্চারণ ঘটাতে হবে। ঠিক-বেঠিক ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন মানুষকে করতে হবে। বিজ্ঞান নির্ভর গতিশীল জীবনাদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষানীতি গড়ে তুলতে হবে। অশুভ প্রতিযোগিতা দূর করতে হবে। জীবনে একটা নীতি থাকবে। জাতীয়তাবোধ জাতীয় গর্ব এবং জাতীয় সংহতি আমাদের আকাঙ্খিত মূল্য তা সকলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সমস্ত রকম ভাষা, জাতি ধর্ম সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে হবে। শৈশব থেকে শিশুকে শিক্ষাদানের পাশাপাশি মুল্যবোধের সঠিক ধারণা দিয়ে আদর্শ মানুষে পরিণত করলেই হয়তো আধুনিক সমাজ সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলি থেকে রক্ষা পাবে বলে মনে হয়। মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক মূল্যবোধ জৈবিক মূল্যবোধ সামাজিক মূল্যবোধ সৌন্দর্য মূল্যবোধ বৌদ্ধিক মূল্যবোধ ধর্মীয় মূল্যবোধ নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে হবে। শিক্ষা আনে জীবনাদর্শ, জীবনাদর্শ আনে মূল্যবোধ। আর সেখান থেকেই তৈরি হয় আদর্শ জীবন। সামাজিক মূল্যবোধ সাধারণত সমাজ পরিবেশের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। যন্ত্র নির্ভর আধুনিক সমাজ তখনই সার্থক হবে যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে মূল্যবোধের সংকট থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে।

আধুনিকতা পোষাক পরিচ্ছেদ, বড় বড় আকাশচুম্বী অট্টালিকা, আলোর ঝলকানি, রেডিও, টেলিভিশনের বাড়াবাড়িই প্রকৃত আধুনিকতার পরিচয় নয়। পিরামিডের শীর্ষে আলো পড়লেই সমস্ত পিরামিডকে আলোকিত বলা চলে না। যে সমাজে এখনও ডাইনির অস্তিত্ব আছে, বরপণ, সতী, বধূ নির্যাতন, কিংবা মুহূর্তের মধ্যেই তালাকের ব্যবস্থা আছে, সেই সমাজে উচ্চশিক্ষার বিস্তার হলেও তাকে আধুনিক সমাজ বলা যায় না। প্রকৃত আধুকিনতাই হবে আমাদের অন্যতম প্রার্থিত মূল্য।

গ্রন্থপঞ্জি :

১। চক্রবর্তী অনিরুদ্ধ, শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহ, ক্লাসিক বুকস, কোলকাতা ১২ পৃষ্ঠা ৪১৩-৪১৯।
২। চট্টোপাধ্যায় মিহিরকুমার, শিক্ষার সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি, রীতা পাবলিকেশন, কোল ০৯, পৃষ্ঠা ২৪৭।
৩। বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যোতিপ্রসাদ, ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা। সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, কোলকাতা ৭৩, পৃষ্ঠা ১০০-১০৪।
৪। ভট্টাচার্য দিব্যেন্দু, শিক্ষা ও সমাজতত্ত্ব, পিয়ারসন পাবলিকেশন, New Delhi, পৃষ্ঠা ৮১-৯৮।
৫। মহাপাত্র অনাদিকুমার, বিষয় ও সমাজতত্ত্ব সুহৃদ পাবলিকেশন, কোলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা ৫৯৮-৬০১।
৬। রায় সুশীল, শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন, সোমা বুক এজেন্সী, কোলকাতা, ২০১২, পৃষ্ঠা ৫৯৮-৬১৮।
৭। সান্যাল জগদীশ্বর, ভারতীয় দর্শন, শ্রীভূমি পাবলিশিং হাউস, কোলকাতা ০৯, পৃষ্ঠা ২২০-২২৬।

Internet Resource:

1. www.academia.edu.com
2. www.researchgate.net
3. www.sciencedirect.com
4. www.sofiesandell.com